দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

001

# শিক্ষাঙ্গন

## প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার

শিশুর দৈহিক ও সামাজিক দায়িত্বের বিকাশ ও শিশু মনে দেশপ্রেম, নাগরিকতাবোধ, নৈতিকতাবোধ ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করাই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। তদুপরি, ভবিষ্যত নাগরিক হিসেবে যেসব মৌলিক জ্ঞান ও কলাকৌশলের প্রয়োজন হবে সেসবের সঙ্গে কিছুটা পরিচিতিও প্রয়োজন।

শিশুদের প্রাথমিক পর্যায়ে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি কৌতূহলী করে তোলার আধুনিক পদ্ধতি আমাদের প্রচলিত শিক্ষার বিষয়বস্তুতে খুব কমই আছে। শিশুমনে দেশপ্রেম, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি সদগুণের সূত্রপাত ঘটানোর যে ব্যবস্থা স্বাধীন দেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়বস্তুতে থাকা প্রয়োজন তা-ও আমাদের দেশে অনুপস্থিত। শিশুদের পাঠ্যসূচীতে অতীত শৌর্য-বীর্য ও সংস্কৃতির কথা তুলে ধরে এদেরকে আত্মবিশ্বাস ও সত্যাদর্শে বলীয়ান করে তুলতে হবে। পাঠ্যক্রমে থাকতে হবে জাতীয় বীর সেনানীদের ইতিহাস। এদেশের ৮৫ ভাগ মুসলিম হিসেবে ইসলামী ঐতিহ্যের কথা সমধিক বিবেচনায় রাখতে হবে।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আদর্শবর্জিত ও নৈতিকতাহীন হওয়ায় শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত হীনস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সমষ্টির স্বার্থোদ্ধারে উদ্বুদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়। সমষ্টির কল্যাণের পথে ব্যক্তিস্বার্থ পথ আগলে বসে থাকে। তাই শিশু মনে আদর্শিকতা ও নৈতিকতার বীজ বপন করতে হলে চাই ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ে আধুনিক শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি গড়ে তোলা। কথায় বলে সাত-সকালে খালি পেটে প্রাতঃরাশে খাদ্যের যে উপাদান স্থান পায় তা সারাদিনের খাবারের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলে। তাই ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন বাস্তব শিক্ষায় শিক্ষিত শিশুর কচি মনে যদি নৈতিকতার বীজ উপ্ত হয় তা তার পরবর্তী জীবনে প্রভাব বিস্তার করে চলে।

বর্তমান পাঠ্যসূচীতে অবাস্তব ও আজগুবি কল্পনা-কাহিনীর মাধ্যমে শিশুদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হচ্ছে। যেমন— শিশুকে পড়ানো হয় হাট্-টিমা টিম টিম/তারা মাঠে পাড়ে ডিম/ তাদের খাঁড়া দু'টি শিং। শিংওয়ালা জীব কখনও ডিম পাড়ে না।

কাজেই মিথ্যা ও আজগুবি গল্প-কাহিনীর মাধ্যমে শিশু শিক্ষার সূচনা করা কোনভাবে যুক্তিসিদ্ধ নয়। শিশু-শিক্ষায় এমন আদর্শ ও নীতিবাক্যের সমাহার থাকতে হবে যা ছড়ার ছন্দে ছন্দে এদের কোমল মনে আঁচড় কাটতে সক্ষম। যেমন পূর্বে আমরা পাঠ করেছি "সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি। আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে, আমি যেন সেই কাজ করি ভালোমনে।" এ পংক্তিগুলোর মধ্যে অবশ্যই শিশুদের শিক্ষণীয় ও অনুসরণীয় অনেক কিছু আছে।

পড়াশুনা সম্পর্কে শিশু মনে যদি ভীতির সঞ্চার হয়, তবে শিশুর ভবিষ্যৎ শিক্ষা জীবনের চিত্র দায়সারাগোছের হতে বাধ্য এবং শিক্ষা জীবনের গতিধারার সাথে সম্পর্কিত না হলে পুঁথিগত মুখস্থ বিদ্যাই বিস্তার হবে। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে ব্যর্থ। এ যাবত গতানুগতিক এ ধারাতেই শিক্ষা অগ্রসর হচ্ছে। কাজেই পাঠ্য বিষয়কে সহজ করতে হবে যাতে শিশুর মনে ভীতির সঞ্চার না হয়।

উন্নত দেশসমূহে শিশুদের চিত্রাংকন, শরীরচর্চা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা ইত্যাদিতে উৎসাহিত করা হয়। তার ফলে স্বাভাবিক কৌতূহল থেকে শিশু শিক্ষার উচ্চ স্তরের দিকে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় উন্নত দেশে মাতৃভাষা শিক্ষা, গণনা ইত্যাদির মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থী শিশুকে অগ্রসর করে ধীরে ধীরে জাতীয় ইতিহাস, সাধারণ জ্ঞান, প্রাথমিক বিজ্ঞান ইত্যাদি পড়ানো হয়। তাতে শিশু মনে পড়ার প্রতি স্বাভাবিক কৌতূহল জাগে এবং উচ্চতর বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে সে প্রগতিশীল দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করে লেখাপড়ার অসম্ভব চাপে শিশু মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলা হয়। ফলে শিশুদের বিদ্যালয়ে আসা আনন্দদায়ক হয় না। এবং তা বিদ্যালয় ত্যাগের সংখ্যাবৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। শিক্ষার আধুনিক উদ্দেশ্য হয় ব্যাহত।

—মোঃ আবদুস সাত্তার।